ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ১১, সংখ্যা : ৪৪
অক্টোবর - ডিসেম্বর ২০১৫

মাকাসিদুশ শরী'আহ : হাজিয়্যাত প্রসঙ্গ

শাহাদাৎ হুসাইন খান*

[সারসংক্ষেপ : *ইসলামী জ্ঞানের শাখা হিসেবে ইসলামের স্বর্ণযুগে ফিক্‌হ ও উসূলুল ফিক্‌হ -এর যাত্রা শুরু হওয়ার পর থেকেই এর শাখা-প্রশাখাও বিস্তৃতি লাভ করতে থাকে। সেই ধারাবাহিকতায় খ্রিস্টীয় বিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে এবং একবিংশ শতাব্দীর বর্তমান পর্যন্ত উসূলুল ফিক্‌হের যে শাখাটি সবচেয়ে বেশি চর্চা হচ্ছে সেটি হচ্ছে মাকাসিদুশ শরী'আহ্। চলমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হলো মাকাসিদুশ শরী'আহ-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হাজিয়্যাত প্রসঙ্গটিকে বিশ্লেষণ করা এবং মানবজীবনে এর প্রয়োজনীয়তা, প্রযোজ্যতা ও উপযোগিতা উপস্থাপন করা। অত্র প্রবন্ধে মাকাসিদুশ শরী'আহ্-এর পরিচয় দিয়ে এর প্রকারভেদ আলোচনা করা হয়েছে। তারপর হাজিয়্যাত পরিচিতি ও মানবজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এর উপস্থিতি প্রসঙ্গে যরুরিয়্যাত ও হাজিয়্যাত-এর মাঝে আন্তঃসম্পর্ক বিশ্লেষণ করে আকীদাহ্, ইবাদাত, প্রথা, মু'আমালাত ও অপরাধ বা দণ্ডবিধির ক্ষেত্রে মাকাসিদুশ শরী'আহ্-এর প্রয়োগ দেখানো হয়েছে। মানবজীবনের প্রায় সকল দিক ও বিভাগে হাজিয়্যাতের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলে প্রমাণিত। ইসলামী শরী'আহ্‌র দর্শনতাত্ত্বিক এই দিকটির উপর আরো গবেষণাভিত্তিক সিদ্ধান্ত একদিকে যেমন মানবজীবনকে সহজ ও স্বাচ্ছন্দ্যময় করবে, অপরদিকে বহু সমস্যা দূর করে জীবনকে করবে প্রগতিশীল।]*

ভূমিকা

মাকাসিদুশ শরী'আহ্ ইসলামী শরী'আহ্‌র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায়। বহুকাল থেকে উসূলুল ফিকহের বিশেষজ্ঞগণ এ বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করে এর গুরুত্ব উম্মাহ্‌র সামনে তুলে ধরেছেন। তন্মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন ইমাম আশ-শাতিবী রহ.। পরবর্তীকালে ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ্, ইবনুল কায়্যিম রহ. প্রমুখ শরী'আহ্ বিশারদগণ বিষয়টিকে আরো সমৃদ্ধ করেছেন। সাম্প্রতিককালে এ বিষয়ের উপর পূর্ণাঙ্গ বই রচনা করেছেন আল্লামা শায়খ মুহাম্মাদ আত-তাহির ইবনু আশূর ও আল্লাল আল-ফাসী। বিগত তিন দশক ধরে এ বিষয়টি শরী'আহ্ গবেষকদের অন্যতম প্রধান গবেষণা-ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত হওয়ায় বিশ্বব্যাপী এর ব্যাপক চর্চা শুরু হয়ে যায়। হাজিয়্যাত মাকাসিদুশ শরী'আহ্‌র খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ। এ প্রবন্ধে মাকাসিদ ও হাজিয়্যাত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হবে।

* গবেষণা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, ঢাকা-১০০০

মাকাসিদুশ শরী'আহ-এর সংজ্ঞা

মাকাসিদুশ শরী'আহ পরিভাষাটি দু'টি শব্দ, যথাক্রমে মাকাসিদ (مقاصد) ও আশ-শারী'আহ (الشريعة)-এর সমন্বয়ে গঠিত। এজন্য মাকাসিদুশ শরী'আহ-এর সংজ্ঞা দেয়ার আলোচনাটিকে দুই ভাগে ভাগ করে নেয়া যায়।

এক. মাকাসিদ-এর শাব্দিক অর্থ

মাকাসিদ শব্দটি মাকসাদ (مقصد) শব্দের বহুবচন। মাকসাদ শব্দটি কাসাদ (قصد) ক্রিয়া থেকে নেয়া হয়েছে। কাস্‌দ (قصد) এবং মাকসাদ (مقصد) একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন অভিধানে দেখা যায়, কাস্‌দ বা মাকসাদ শব্দটি একাধিক অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন, সরল পথ, ইচ্ছা, উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, গন্তব্য, বাসনা ইত্যাদি।[১]

দুই. আশ-শরী'আহ-এর সংজ্ঞা

শরী'আহ শব্দের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে পথ, পন্থা, আইন, বিধান, ধর্ম, পদ্ধতি ইত্যাদি।[২] তবে আরবদের ভাষায় সাধারণত শরী'আহ বলতে পানি পানের স্থান, ঘাট, ঝর্ণা ইত্যাদি বুঝায়।[৩]

- ইসলামী শরী'আহ্-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে ড. আব্দুল করীম যায়দান বলেন,

  الأحكام التى شرعها الله لعباده

  মহান আল্লাহ তাঁর বান্দার জন্য যেসব বিধি বিধান জারি করেছেন তাকে শরী'আত বলা হয়।[৪]

- মান্না' আল-কাত্তান তার "তারীখুত তাশরীইল ইসলামী" গ্রন্থে ইসলামী শরী'আহ্‌র সংজ্ঞায় বলেন,

  ما شرعه الله لعباده من العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات ونظم الحياة، في شعبها المختلفة لتنظيم علاقة النّاس بربّهم وعلاقاتهم بعضهم ببعض وتحقيق سعادتهم في الدنيا و الآخرة

  আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য আকীদা, ইবাদাত, আখলাক ও লেনদেন এবং জীবনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগে বান্দাদের সাথে তাদের রবের ও তাদের পরস্পরের মধ্যকার সম্পর্ক পরিচালনা এবং দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের সুখ-সমৃদ্ধি লাভের জন্য যেসব বিধান নির্ধারণ করেছেন তাই শরী'আত।[৫]

---

১. সম্পাদনা পরিষদ, *আরবী-বাংলা অভিধান*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, খ. ২, পৃ. ৮১৮, ৫০৪
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৯
৩. ইবনু মানযূর, *লিসানুল আরাব*, বৈরূত : দারু সাদির, তা.বি., খ. ৮, পৃ. ১৭৪
৪. ড. আব্দুল করীম যায়দান, *আল-মাদখাল লিদ দিরাসাতিশ শরী'আতিল ইসলামিয়্যাহ*, আলেকজান্দ্রিয়া : দারু ওমর ইবনিল খাত্তাব, ১৯৬৯ খি, ১৯৬৯, পৃ. ৩৯।
৫. মান্না' আল-কাত্তান, *তারীখুত তাশরীইল ইসলামী*, কায়রো : মাকতাবাতু ওয়াহবাহ, ৪র্থ সংস্করণ, পৃ. ১৩-১৪

➢ মাওলানা আব্দুর রহীম বলেন,

الطريقة المستقيمة التي يفيد منها المتمسكون بها هداية وتوفيقا

শরী'আহ্ হচ্ছে, এক সুদৃঢ় ঋজু পথ, যা দ্বারা তার অবলম্বনকারীরা হিদায়াত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ কর্মপথ লাভ করতে পারে।[৬]

উপরোল্লিখিত সংজ্ঞাগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, কেউ কেউ শরী'আহ বলতে যে কোন নবীর শরী'আহকেই বুঝিয়েছেন। আবার কেউ কেউ শরী'আহকে শুধু সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ স.-এর উপর অবতীর্ণ বিধি-বিধানের মধ্যে সীমাবদ্ধ করেছেন। চলমান প্রবন্ধে যেহেতু ইসলামী শরী'আত বলতে সর্বশেষ নবীর শরী'আত উদ্দেশ্য, সেহেতু এখানে শরী'আত বলতে নবী মুহাম্মাদ স.-এর শরী'আতকেই বুঝাবে।

ফিক্‌হি পরিভাষা হিসেবে মাকাসিদুশ শরীয়াহ্-এর সংজ্ঞা

যে কোন পরিভাষাকে সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞায় আবদ্ধ করা যথেষ্ট কঠিন কাজ। তাছাড়া সর্বজনগ্রাহ্য ও সুগঠিত সংজ্ঞা নির্ধারণ করা ব্যতীত ঐ বিষয়ের আলোচনায় প্রবেশ করা ও আলোচনাকে সঠিক পথে পরিচালিত করা আধুনিক যুগে প্রায় অসম্ভব। বর্তমানকালে মাকাসিদুশ শরী'আহকে যে অর্থে ব্যবহার করা হয় সে অর্থে কোন সংজ্ঞা পূর্ববর্তী বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণের গ্রন্থাবলিতে পাওয়া যায় না। এমনকি আবুল মা'আলী আল-জুয়ায়নী [মৃ. ৪৭৮ হি./১০৮৫ খ্রি.], আবূ হামিদ আল-গাযালী [মৃ.৫০৫ হি./১১১১ খ্রি.], আল-ইয্ ইবনু আব্দুস সালাম [মৃ. ৬৬০ হি./১২০৯ খ্রি.], আবুল আব্বাস শিহাবুদ্দীন আল-কারাফী [মৃ. ৬৮৪ হি./১২৮৫ খ্রি.], শামসুদ্দীন ইবনুল কায়্যিম [মৃ. ৭৪৮ হি./১৩৪৭ খ্রি.], আবূ ইসহাক আশ-শাতিবী [মৃ. ৭৯০ হি./ ১৩৮৮ খ্রি.] রহ. প্রমুখ প্রখ্যাত পণ্ডিত, যারা তাদের রচনাবলিতে মাকাসিদুশ শরী'আহ সম্পর্কে যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করেছেন; তাঁরাও এ বিষয়ের সুনির্দিষ্ট কোন সংজ্ঞা দেননি। বিশেষ করে ইলমুল ফিকহের ইতিহাসে পূর্ববর্তী ফকীহগণের মধ্যে মাকাসিদুশ-শরী'আহর ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদানকারী দুই জন ফকীহ অর্থাৎ ইমাম আল-গাযালী [মৃ. ৫০৫ হি.] ও ইমাম আশ-শাতিবী [মৃ. ৭৯০] রহ. এ বিষয়ে বিস্তর আলোচনা সত্ত্বেও কোন সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা না দেয়াটা অনেককে অবাক করেছে।[৭]

মূলত উপরোল্লিখিত আলিমগণ তাঁদের গ্রন্থসমূহে মাকাসিদুশ শরী'আহ-এর কোন সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা প্রদান না করলেও তাঁরা শরী'আহ'র অন্তর্নিহিত লক্ষ্যাবলি বর্ণনা

৬. মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *ইসলামী শরীয়াতের উৎস*, ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ৩য় প্রকাশ, ২০০৬, পৃ. ৯

৭. ড. মুহাম্মাদ সা'দ ইবনু আহমাদ ইবনু মাসউদ আল-ইউবী, *মাকাসিদুশ শরী'আতিল ইসলামিয়্যাহ ওয়া 'আলাকতুহা বিল-আদিল্লাতিশ শরঈয়্যাহ*, রিয়াদ : দারুল হিজরাহ লিন-নাশরি ওয়াত তাওযী, ১৪১৮ হি./১৯৯৮ খি., পৃ. ৩৩

করেছেন কিংবা মাকাসিদুশ শরী'আহ-এর প্রকারভেদ বা স্তর সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এদের মধ্যে অন্যতম ইমাম আল-গাযালী রহ. তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "আল-মুসতাসফা ফী ইলমিল উসূল" (المستصفى في علم الأصول)-এ শরী'আহ'র মূল লক্ষ্যসমূহ সংক্ষেপে উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন,

ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة

সৃষ্টির ব্যাপারে শরী'আতের লক্ষ্য পাঁচটি। সেগুলো হলো, শরী'আহ চায় সৃষ্টির (মানুষের) দীন (ধর্ম), নাফ্‌স (জীবন/প্রাণ), আক্‌ল (বুদ্ধি/জ্ঞান), নাস্‌ল (বংশ) ও মাল (সম্পদ) সংরক্ষণ করতে। যা এই পাঁচটি মৌলিক বিষয়ের সংরক্ষণকে অন্তর্ভুক্ত করে তা হলো মাসলাহাহ্ (কল্যাণ) এবং যা এই পাঁচটি মৌলিক বিষয়কে ধ্বংস বা নষ্ট করে তা হলো মাফসাদা (অকল্যাণ), আর এই অকল্যাণকে দূর করা বা প্রতিহত করাও হলো মাসলাহাহ্।[৮]

ইমাম আল-গাযালী এখানে শরী'আতের মৌলিক পাঁচটি লক্ষ্য বর্ণনা করেছেন এবং কল্যাণ অর্জন ও অকল্যাণ দূরীকরণকে শরী'আতের মূল লক্ষ্য হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন। তবে তাঁর বক্তব্য দ্বারা তিনি মাকাসিদুশ শরী'আহ-এর কোন সূক্ষ্ম সংজ্ঞা প্রদান করেননি। তিনি শুধু শরী'আতের মৌলিক লক্ষ্যকে উপর্যুক্ত পাঁচটি বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ করেছেন।[৯] তবে কোন কোন গবেষক[১০]-এর মতে, আল-গাযালী তাঁর "শিফাউল গালীল" (شفاء الغليل) গ্রন্থে "মাকাসিদুশ শরী'আহ" এর সংজ্ঞা প্রদান করেছেন।[১১]

পরবর্তীতে ইমাম আবু ইসহাক আশ-শাতিবী রহ., যাকে মাকাসিদুশ শরী'আহ শাস্ত্রের জনক বলা হয়ে থাকে; তিনিও তার বিখ্যাত গ্রন্থ "আল-মুয়াফাকাত ফী উসূলিশ শরী'আহ" (الموافقات في أصول الشريعة) -এ মাকাসিদুশ শরী'আহ বিষয়ে অনেক তাত্ত্বিক আলোচনা করেছেন; কিন্তু এর কোন সংজ্ঞা ঐ গ্রন্থে বা অন্য কোন গ্রন্থে উল্লেখ

৮. ইমাম আবূ হামিদ আল-গাজালী, *আল-মুসতাসফা ফী 'ইলমিল উসূল*, তাহকীক : মুহাম্মাদ আব্দুস সালাম আব্দুশ শাফী, বৈরূত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৪১৩, পৃ. ১৭৪

৯. ড. মুহাম্মাদ সা'দ ইবনু আহমাদ ইবনু মাসউদ আল-ইউবী, *মাকাসিদুশ শরী'আতিল ইসলামিয়্যাতি ওয়া 'আলাকতুহা বিল-আদিল্লাতিশ শার'ইয়্যাহ*, রিয়াদ : দারুল হিজরাহ লিন-নাশরি ওয়াত-তাওযী, ১৪১৮ হি./১৯৯৮ খ্রি., পৃ. ৩৩

১০. ইবনু যুবায়গাহ ইয্‌যুদ্দীন, *আল-মাকাসিদ আল-আম্মাহ লিশ-শরীয়াতিল ইসলামিয়্যাহ*, তিউনিসিয়ার আয-যায়তূনাহ বিশ্ববিদ্যালয়ে ডক্টরেট ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত থিসিস, ১৪১২ হি., পৃ. ৩৯

১১. ইমাম আবু হামিদ আল-গাযালী, *শিফাউল গালীল ফী বায়ানিশ শিবহি ওয়াল শাখীলি ওয়া মাসালিকিত তা'লীল*, তাহকীক : ড. হাম্‌দ আল-কুবায়সী, বাগদাদ : মাতবা'আতুল ইরশাদ, ১৩৯০ হি., পৃ. ১৫৯

করেননি। এ বিষয়ে তাঁর এত অবদান সত্ত্বেও তার কোন সংজ্ঞা প্রদান না করার পিছনে কিছু যৌক্তিক কারণ ড. আহমাদ আর-রায়সূনী তার "নাযরিয়্যাতুল মাকাসিদ ইনদাশ শাতিবী" (نظرية المقاصد عند الشاطبي) গ্রন্থে ও ড. মুহাম্মাদ সা'দ ইবনু আহমাদ ইবনু মাসউদ আল-ইউবী "মাকাসিদুশ শরী'আহ আল-ইসলমিয়্যাহ ওয়া 'আলাকাতুহা বিল আদিল্লাতিশ শারঈয়্যাহ" (مقاصد الشريعة الاسلامية وعلاقتها بالادلة الشرعية) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।[১২]

তবে মাকাসিদ বিষয়ে ইমাম আশ-শাতিবীর দৃষ্টিভঙ্গিসমূহ পর্যালোচনা করে কেউ কেউ তাঁর নিকট মাকাসিদ-এর সংজ্ঞা কেমন হতে পারে তার একটা ধারণা দেয়ার চেষ্টা করেছেন। যেমন, আল-হুসনী-এর "নাযরিয়্যাতু মাকাসিদ ইনদা ইবনি 'আশূর" (نظرية مقاصد عند ابن عاشور) গ্রন্থের সূত্রে মুহাম্মাদ হাসান আলী 'আলূশ তার অভিসন্দর্ভ "আর-রুখসাতু ইনদাল উসূলিয়্যীন ওয়া 'আলাকাতুহা বিমারাতিবি মাকাসিদিশ-শরী'আহ" (الرخصة عند الأصوليين وعلاقتها بمراتب مقاصد الشريعة)-এ লিখেছেন,

> يمكن ان نفهم ان تعريف المقاصد عند الشاطبي هو كل من المعاني المصلحة المقصودة من شرع الاحكام والمعاني الدلالية المقصودة من الخطاب التي تترتب عن تحقيق امتثال المكلف لأوامر الشريعة ونواعيها
>
> আমরা বুঝতে পারি যে, শাতিবীর দৃষ্টিতে মাকাসিদের সংজ্ঞা হলো, বিধি-বিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে যে সব কল্যাণকর দিকসমূহ বিবেচনায় নেয়া হয়। অনুরূপভাবে শরী'আহর নির্দেশাবলি ও এর বিভিন্ন বিষয় মুকাল্লাফ (আদিষ্ট ব্যক্তি) কর্তৃক প্রতিপালন কার্যকর করার নিমিত্ত যেসব অন্তর্হিত তাৎপর্যসমূহ বিবেচনায় নেয়া হয়।[১৩]

যেহেতু পূর্ববর্তী (المتقدمين) ফকীহগণের গ্রন্থাবলিতে মাকাসিদুশ শরী'আহ-এর কোন সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা পাওয়া যায় না; সেহেতু আমরা পরবর্তী (المتأخرين) ফকীহগণের লিখিত এ বিষয়ক কিংবা উসূলুল ফিকহ বিষয়ক গ্রন্থাবলিতে এর সংজ্ঞা অনুসন্ধান করব।

আধুনিককালের গবেষকগণ বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। কারো কারো সংজ্ঞা সামান্য শাব্দিক পরিবর্তন ছাড়া প্রায় একই। আবার কেউ দীর্ঘ সংজ্ঞা প্রদান করে বিষয়ের জটিলতা বৃদ্ধি করেছেন। কেউবা তার পূর্বের গবেষকদের প্রদত্ত সংজ্ঞাগুলোকে পর্যালোচনা করে নিজে নতুন সংজ্ঞা দেয়ার চেষ্টা করেছেন।

১২. ড. মুহাম্মাদ সা'দ আল-ইউবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪

১৩. মুহাম্মাদ হাসান আলী 'আলূশ, *আর-রুখসাতু ইনদাল উসূলিয়্যীন ওয়া 'আলাকতুহা বিমারাতিবি মাকাসিদিশ শরীয়াহ*, গাজা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় এর শরী'আহ ওয়াল কানূন কলেজ থেকে উসূলুল ফিকহ বিভাগে ড. মাহির হামিদ আল-হাওলাই-এর তত্ত্বাবধানে কৃত মাস্টার্স-এর অভিসন্দর্ভ, ১৪৩০ হি./২০০৯ খি., অপ্রকাশিত, পৃ.২৫

মাকাসিদুশ শরী'আহর ওপর লেখা আধুনিক বিভিন্ন গ্রন্থ ও গবেষণা প্রবন্ধে এর অনেক সংজ্ঞা পাওয়া যায়। নিম্নে কয়েকটি সংজ্ঞা উপস্থাপন করা হচ্ছে।

- তিউনিশিয়ার প্রখ্যাত মুসলিম পণ্ডিত আত-তাহির ইবনু আশূর [মৃ. ১৩৯৩ হি.], যাকে আশ-শাতিবী'র পরে এ বিষয়ে দ্বিতীয় প্রধান পণ্ডিত হিসেবে বিবেচনা করা হয়, তিনি প্রথমত মাকাসিদুশ শরী'আহকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন। তারপর পৃথকভাবে প্রত্যেক প্রকারের সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। তিনি "মাকাসিদুশ তাশরী' আল-আম্মাহ" (مقاصد التشريع العامة) (শরী'আহ্ প্রণয়নের ব্যাপক বা সাধারণ উদ্দেশ্য)-এর সংজ্ঞায় লিখেছেন,

  > مقاصد التشريع العامة :هي المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها، بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة، فيدخل في هذا أوصاف الشريعة وغاياتها العامة، والمعاني التي لا يخلو التشريع عن ملاحظتها ويدخل في هذا أيضا معان من الحكم ليست ملحوظة في سائر أنواع الأحكام ولكنها ملحوظة في أنواع كثيرة منها
  >
  > শরী'আহ প্রণয়নের সাধারণ মাকাসিদগুলো হলো সেসব অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ও হিকমতসমূহ, যেগুলো শরী'আহ প্রণয়নকারী শরী'আহ প্রণয়নের সর্বাবস্থায় বা অধিকাংশ অবস্থায় বিবেচনায় নিয়ে থাকেন। শরী'আতের কেবল এক জাতীয় বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে এগুলোর বিবেচনা সীমাবদ্ধ নয়। এ সংজ্ঞার মধ্যে শরী'আতের সাধারণ বৈশিষ্ট্য ও উদ্দেশ্যাবলি অন্তর্ভুক্ত হবে। অনুরূপভাবে এতে সেসব অন্তর্নিহিত তাৎপর্যও অন্তর্ভুক্ত হবে, যেগুলো শরী'আহ প্রণয়নের সময় বিবেচনায় না এনে পারা যায় না। তদুপরি এতে সেসব হিকমতও অন্তর্ভুক্ত হবে, যেগুলো যদিও সব ধরনের বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে বিবেচনায় নেয়া হয় না; কিন্তু অনেক ধরনের বিধিবিধানের ক্ষেত্রে বিবেনায় নেয়া হয়।[১৪]

তবে পরবর্তীতে অনেক সমালোচকই ইবনু আশূর প্রদত্ত সংজ্ঞাটিকে বিভিন্ন কারণে সমালোচনা করেছেন। সেসব কারণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, এই সংজ্ঞার মধ্যে দুর্বোধ্য এমন কিছু শব্দের বা পরিভাষার ব্যবহার করা হয়েছে যেগুলো বুঝার জন্য সেগুলোর সংজ্ঞায়ন জরুরী। তাছাড়া তার সংজ্ঞায় সমার্থক শব্দের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায় এবং সংজ্ঞাটি যথেষ্ট দীর্ঘ; অথচ কোন বিষয়ের সংজ্ঞা সর্বদা সহজবোধ্য, সমার্থক শব্দবিহীন ও সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়।[১৫]

১৪. ইবনু আশূর, *মাকাসিদুশ শরী'আতিল ইসলামিয়্যাহ*, মাসনা' আল-কিতাব লিশ-শারিকাতিত তিউনিশিয়াহ, ১৯৭৮ খি., পৃ. ৫১

১৫. বু আব্দুল্লাহ ইবন আতিয়া, "আকসামুল মাকাসিদ আশ-শরঈয়্যাহ আল-মুকাম্মিলাহ," আল-আকাদামিয়্যাহ লিদ-দিরাসাতিল ইজতিমাঈয়্যাহ ওয়াল ইনসানিয়্যাহ, সংখ্যা-৯, ২০১৩, পৃ. ৯৬-৯৭; মুহাম্মাদ হাসান আলী আলূশ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬; ড. মুহাম্মাদ সা'দ আল-ইউবী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫

- প্রখ্যাত ফকীহ শাইখ আল্লাল আল-ফাসী (মৃ. ১৩৯৪ হি.) তাঁর "মাকাসিদুশ শরী'আতিল ইসলামিয়্যাহ ওয়া মাকারিমুহা" (مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها) গ্রন্থে মাকাসিদুশ শরী'আহ এর সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে,

  المراد بمقاصد الشريعة: الغاية منها، والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها

  মাকাসিদুশ শরী'আহ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, শরী'আতের কোন হুকম প্রণয়নের সময় শরী'আত প্রণেতা যে লক্ষ্য ও গূঢ় তাৎপর্য বা রহস্য সামনে রাখেন তা।[১৬]

এই সংজ্ঞাটিতে মাকাসিদ-এর দুটি প্রকার; যথা সাধারণ ও বিশেষ উভয়কে একত্র করা হয়েছে। সংজ্ঞার (الغاية منها) দ্বারা শরী'আতের লক্ষ্য এবং (الاسرار التي وضعها) দ্বারা শরী'আতের বিধানাবলি প্রণয়নের বিশেষ তাৎপর্য ও রহস্যাবলি বুঝানো হয়েছে।[১৭] এই সংজ্ঞাটি মোটামুটি গ্রহণযোগ্য হলেও প্রফেসর বু আব্দুল্লাহ ইবন আতিয়া তার প্রবন্ধে এই সংজ্ঞাটিরও সমালোচনা করেছেন।[১৮]

- ড. আহমাদ আর-রায়সূনী-এর মতে মাকাসিদুশ শরী'আহ-এর সংজ্ঞা হলো,

  إن مقاصد الشريعة: هي الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد

  সকল বান্দার উপকারার্থে যেসব লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্যে শরী'আহ প্রণয়ন করা হয়েছে তাই হলো মাকাসিদুশ শরী'আহ।[১৯]

- ড. ওহাবাহ আয-যুহায়লী তাঁর "উসূলুল ফিক্‌হিল ইসলামী" গ্রন্থে মাকাসিদুশ শরী'আহ-এর সংজ্ঞায় লিখেছেন,

  المعاني والأهداف الملحوظة للشرع في جميع أحكامه أو معظمها أو هي الغاية من الشريعة والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها

  মাকাসিদুশ শরী'আহ হচ্ছে সেসব লক্ষ্য-উদ্দেশ্য; শরী'আহর সকল কিংবা অধিকাংশ বিধানের ক্ষেত্রে শরী'আহ-প্রণেতা যেগুলোর প্রতি লক্ষ্য রেখেছেন অথবা শরী'আতের সকল বিধান প্রণয়নের সময় শরী'আহ-প্রণেতা যে লক্ষ্য ও অন্তর্নিহিত তাৎপর্য সামনে রেখেছেন তা।[২০]

১৬. আল্লাল আল-ফাসী, *মাকাসিদুশ শরী'আতিল ইসলামিয়্যাহ ওয়া মাকারিমিহা*, রাবাত : মাতবা'আতুর রিসালাহ, দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৯৭৯, খি., পৃ. ৩

১৭. ড. মুহাম্মাদ সা'দ আল-ইউবী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬

১৮. বু আব্দুল্লাহ ইবন আতিয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৭

১৯. ড. আহমাদ আর-রায়সূনী, *নাযরিয়্যাতুল মাকাসিদ ইনদাশ শাতিবী*, ভার্জেনিয়া, ইউএসএ : দ্যা ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (আই আই আই টি), ১৪১১ হি., পৃ. ৭

২০. ড. ওহাবাহ আয-যুহায়লী, *উসূলুল ফিকহিল ইসলামী*, দামেশ্‌ক : দারুল ফিকর, ১৪০৬ হি., খ. ২, পৃ. ১০১৭

- ড. হুম্মাদী আল-উবায়দী প্রদত্ত সংজ্ঞা হলো,

  ان المقاصد هي الحكم المقصودة للشارع في جميع أحوال التشريع

  শরী'আহ আইন প্রণয়নের সকল অবস্থায় শরী'আহ প্রণেতার বাঞ্ছিত গূঢ় তাৎপর্যসমূহকে মাকাসিদ বলে।[২১]

- ড. নূরুদ্দীন আল-খাদিমী মাকাসিদুশ শরী'আহকে সংজ্ঞায়িত করেছেন এভাবে,

  هي المعاني الملحوظة في الأحكام الشرعية والمترتبة عليها سواء أكانت تلك المعاني حِكماً جزئية أم مصالح كلية أم سمات إجمالية وهي تتجمع ضمن هدف واحد هو تقرير عبوديةَ الله ومصلحة الإنسان في الدارين

  শরী'আতের মাকাসিদ হলো সে সব অন্তর্নিহিত তাৎপর্য, যেগুলো শার'ঈ বিধিবিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখা হয় এবং বিধিবিধানের সুফল হিসেবে পাওয়া যায়। এ তাৎপর্যসমূহ শরী'আতের ক্ষেত্রবিশেষের জন্য হিকমত হতেও পারে, ব্যাপক জনকল্যাণও হতে পারে অথবা (শরী'আতের) সামগ্রিক বৈশিষ্ট্যও হতে পারে। আবার এ সব তাৎপর্য একটি মাত্র সাধারণ লক্ষ্যের অধীনেও মিলিত হয়। এ সাধারণ লক্ষ্যটি হলো সুদৃঢ়ভাবে আল্লাহর ইবাদত প্রতিষ্ঠা করা এবং ইহ ও পরজগতে মানুষের কল্যাণ সাধন করা।[২২]

- ড. ইউসুফ হামিদ আল-আলিম মাকাসিদ-এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন,

  مقاصد الشارع من التشريع نعني بها الغاية التي يرمي إليها التشريع، والأسرار التي وضعها الشارع الحكيم عند كل حكم من الأحكام

  শরী'আহ্ প্রণেতার আইন প্রণয়নের মাকাসিদ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো- বিধি-বিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে অভীষ্ট উদ্দেশ্য এবং বিজ্ঞ শরী'আহ প্রণেতা কর্তৃক প্রতিটি বিধি-বিধান প্রণয়নের সময় উদ্দিষ্ট অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ও রহস্যসমূহ।[২৩]

- ড. মুহাম্মাদ সা'দ আল-ইউবী মাকাসিদুশ-শরী'আহকে সংজ্ঞায়িত করেছেন এভাবে,

  هي المعاني والحكم ونحوها التي راعاها الشارع في التشريع عموماً وخصوصاً من أجل تحقيق مصالح العباد

২১. ড. হুম্মাদী আল-উবায়দী, *আশ-শাতিবী ওয়া মাকাসিদিশ শরী'আহ*, দামেশক : দারু কুতায়বাহ, ১৪২১./১৯৯২ খ্রি., পৃ. ১১৯

২২. ড. নূরুদ্দীন আল-খাদিমী, *আল-ইজতিহাদুল মাকাসিদী : হুজ্জিয়্যাতুহু, যাওয়াবিতুহু, মাজাল্লাতুহু*, কাতার : সিলসিলাতু কিতাবিল উম্মাহ, সংখ্যা ৬৫, বর্ষ-১৮, ১৪১৯ হি./১৯৯৮ খ্রি. পৃ. ৫২/৫৩

২৩. ড. ইউসুফ হামিদ আল-আলিম, *আল-মাকাসিদুল আম্মাহ লিশ-শরী'আতিল ইসলামিয়্যাহ*, ভার্জিনিয়া : আল-মা'হাদুল 'আলামী লিল-ফিকরিল ইসলামী, ১৪১৫ হি./১৯৯৪ খি., দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ. ৮৩

মাকাসিদ হচ্ছে সেই সকল উদ্দেশ্য, তাৎপর্য ও হিকমাত; শরী'আহ্ প্রণয়নের সময় সকল বান্দার কল্যাণ সাধনের জন্য সাধারণভাবে ও বিশেষভাবে সেগুলোর প্রতি শরী'আহ-প্রণেতা (আল্লাহ) গুরুত্ব আরোপ করেছেন।[২৪]

উপরোল্লিখিত আলিমগণ ছাড়াও অনেকে মাকাসিদুশ শরী'আহ্র সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। যেমন, ইবনুল খূবাহ,[২৫] ইসমাঈল আল-হুসনী/আল-হাসনী,[২৬] ড. মুহাম্মাদ আল-মাদানী বু সাবা,[২৭] ড. মুহাম্মাদ আব্দুল 'আতী মুহাম্মাদ আলী,[২৮] ড. মুহাম্মাদ গিয়াস উদ্দীন হাফিয[২৯] প্রমুখ।

মাকাসিদুশ শরী'আহ-এর প্রকারভেদ

ইসলামী শরী'আহ-এর প্রতিটি বিধানেরই বিশেষ উদ্দেশ্য রয়েছে। শরী'আহ-এর এ সকল উদ্দেশ্যকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়, যার প্রতিটির রয়েছে পৃথক পৃথক উপ-বিভাগ।[৩০]

১. মৌলিকত্বের দিক বিবেচনায় মাকাসিদুশ শরী'আহ দুই প্রকার :

ক. মৌলিক উদ্দেশ্য : এ দ্বারা শরী'আহ-এর প্রাথমিক উদ্দেশ্য বুঝানো হয়েছে অর্থাৎ শরী'আত প্রণেতা কোন নির্দেশ দ্বারা প্রথম যে উদ্দেশ্য নির্ধারণ করেছেন তা বুঝানো হয়েছে। যেমন সালাত আদায়ের যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তার মৌলিক উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর আনুগত্য, স্মরণ এবং অন্যায় ও অশ্লীলতা থেকে মুক্তি।

খ. সম্পূরক বা আনুষঙ্গিক উদ্দেশ্য : যেসব উদ্দেশ্য মৌলিক উদ্দেশ্যের সাথে অর্জিত হয় বা তার সহায়করূপে উদ্ভূত হয় সেগুলো হচ্ছে সম্পূরক বা আনুষঙ্গিক উদ্দেশ্য। যেমন সালাত আদায়ের মাধ্যমে শারীরিক ও মানসিক প্রশান্তি লাভ, ওযুর মাধ্যমে পরিচ্ছন্নতা অর্জন ইত্যাদি।

---

২৪. ড. মুহাম্মাদ সা'দ আল-ইউবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭

২৫. ইবনুল খূবাহ, *বায়না ইলমায় উসূলিল ফিকহ ওয়া মাকাসিদিশ শরীয়াহ আল-ইসলামিয়্যাহ*, খ. ২, পৃ. ২১

২৬. ইসমাঈল আল-হাসানী, *নাযরিয়্যাতুল মাকাসিদ ইনদা ইবনি আশুর*, পৃ. ১১৯

২৭. ড. মুহাম্মাদ আল-মাদানী বু সাবা, *খতরুল ইরহবি 'আলাল মাকাসিদিল কুল্লিয়্যাহ ফিশ-শরী'আতিল ইসলামিয়্যাহ*, জামিয়া নায়েফ আল-আরাবিয়্যাতু লিল-উলূমিল আমনিয়্যাহ, রিয়াদ, ১৪২৯ হি./২০০৮ খ্রি., পৃ. ১০

২৮. ড. মুহাম্মাদ আব্দুল 'আতী মুহাম্মাদ আলী, *আল-মাকাসিদুশ শারঈয়্যাহ ওয়া আছারুহা ফিল ফিকহিল ইসলামী*, কায়রো : দারুল হাদীস, ১৪২৮ হি./২০০৭ খি., পৃ. ১৯

২৯. মুহাম্মাদ গিয়াস উদ্দীন হাফিয, ইলমু মাকাসিদিশ শরী'আহ : দিরাসাতুন আনিত-তাতাওউরি মিন হায়ছুল ইলমি ওয়াল ফান্নি, *মাজাল্লাতু তুল্লাবি কুল্লিয়্যাতিশ শরী'আহ ওয়াদ দিরাসাতুল ইসলামিয়্যাহ*, ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভর্সিটি চিটাগং, ১৪২৩ হি./২০০২ খি., পৃ. ৪৬

৩০. ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী, ইসলামী শরী'আহ-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, *ইসলামী আইন ও বিচার*, জানুয়ারী-মার্চ ২০০৭, বর্ষ-৩, সংখ্যা-৯, পৃ. ১৮-১৯ ; মুহাম্মদ রুহুল আমিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৫

২. ব্যাপকতার বিবেচনায় মাকাসিদুশ শরী'আহ তিন প্রকার :

ক. ব্যাপক বা সাধারণ উদ্দেশ্য : ইসলামী শরী'আহ এর সকল ক্ষেত্রে ও সকল অধ্যায়ে যে সকল উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে, সেগুলো হচ্ছে ব্যাপক উদ্দেশ্য। যেমন,

১. কল্যাণ সাধন এবং অকল্যাণ ও ক্ষতি প্রতিহতকরণ,

২. সহজিকরণ ও কঠোরতা বিলোপ ইত্যাদি।

খ. নির্দিষ্ট বা বিশেষ উদ্দেশ্য : শরী'আহ-এর নির্দিষ্ট অধ্যায় ও বিষয়ভিত্তিক যে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য রয়েছে সেগুলোকে বলা হয় নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য। যেমন, সালাতের উদ্দেশ্য, সাওমের বা হজ্জের উদ্দেশ্য ইত্যাদি।

গ. ক্ষুদ্র বা গৌণ উদ্দেশ্য : শরী'আহ-এর যে সকল উদ্দেশ্য শুধু কোন একটি নির্দিষ্ট মাস'আলার সাথে সংশ্লিষ্ট থাকে তাকে বলা হয় ক্ষুদ্র বা গৌণ উদ্দেশ্য। যেমন, ওযুর সময় নাকে পানি দেয়ার উদ্দেশ্য কিংবা সালাতে রুকু আদায়ের উদ্দেশ্য ইত্যাদি।

৩. মানুষের কল্যাণ সাধনের যে উদ্দেশ্যে শরী'আহ প্রণীত হয়েছে সে বিবেচনায় মাকাসিদুশ শরী'আহ তিন প্রকার :

ক. মানব জীবনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বা অত্যাবশ্যকীয় বিষয়সমূহ (আয-যরূরিয়্যাত/الضروريات);

খ. মানব জীবনের প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ (আল-হাজিয়্যাত/الحاجيات);

গ. মানব জীবনের সৌন্দর্যবর্ধক বা শোভাবর্ধনকারী বিষয়সমূহ (আত-তাহসীনিয়্যাত/التحسينيات)।[৩১]

হাজিয়্যাত পরিচিতি ও মানবজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এর উপস্থিতি

ইমাম আশ-শাতিবীসহ অন্যান্য ফকীহ মাকাসিদুশ শরী'আহকে মানব কল্যাণের দিক থেকে যে তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন অর্থাৎ আয-যরুরিয়্যাত, (অত্যাবশ্যকীয়), আল-হাজিয়্যাত (প্রয়োজনীয়) ও আত-তাহসীনিয়্যাত (সৌন্দর্যবর্ধক), মানবজীবনের সকল কর্মই মূলত এই তিন ভাগের অন্তর্ভুক্ত। মানবজীবনের অত্যাবশ্যকীয় বিষয়সমূহ পাঁচটি। সেগুলো হলো :

১. দীনের হিফাযাত (حفظ الدين),

২. জীবনের হিফাযাত (حفظ النفس),

৩. আকল বা বিবেকের হিফাযাত (حفظ العقل),

৪. বংশধারার হিফাযাত (حفظ النسل) ও

৫. সম্পদের হিফাযাত (حفظ المال)।[৩২]

---

৩১. প্রাগুক্ত

৩২. প্রাগুক্ত

এই পাঁচটি বিষয়কে বলা হয় "আল-মাকাসিদ আল-খামসাহ" (المقاصد الخمسة) ; শরী'আহ-এর পাঁচটি উদ্দেশ্য। এগুলো আল-কুল্লিয়াতুল খাম্‌স (الكليات الخمس) নামেও পরিচিত। এগুলোর নিরাপত্তা বা সংরক্ষণ ছাড়া পৃথিবীতে মানবজীবন কোন ভাবেই চলতে পারে না। আর এ জন্যই দীন, জীবন, আকল, বংশধারা ও সম্পদের হিফাযত ইসলামী শরী'আহ-এর একটি মৌলিক উদ্দেশ্য। এ পাঁচটি বিষয়ের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে দীন, তারপর মানুষের জীবন, তারপর তার আকল, বংশধারা এবং সর্বশেষ সম্পদ।[৩৩]

জরুরী বা অত্যাবশ্যকীয় বিষয়গুলো দিয়ে মানব জীবনের সকল চাহিদা পূর্ণ হয় না। জীবনকে সুষ্ঠু, সুন্দর ও সভ্যভাবে উপভোগ্য করার জন্য মানুষের আরো অনেক কিছু প্রয়োজন। আর এগুলোই হলো মাকাসিদুশ শরী'আহ-এর দ্বিতীয় প্রকার আল-হাজিয়্যাত বা প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ। এ পর্যায়ে এর সংজ্ঞা ও উদাহরণ পেশ করা হলো।

- ইমাম আশ-শাতিবী "আল-হাজিয়্যাত"-এর সংজ্ঞায় বলেন,

  هي ما كان مفتقراً إليها من حيث التوسعة، ورفع الضيق المؤدي إلى الحرج، والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب، فإذا لم تراع دخل المكلفين على الجملة الحرجُ والمشقة، ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة

  হাজিয়্যাত হলো সেই সকল বিষয়, মানুষের জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য আনয়নের জন্য এবং কঠোরতা, সমস্যা ও অসুবিধা দূরীভূত করার জন্য যা প্রয়োজন। এ বিষয়গুলোর প্রতি যদি বিশেষ দৃষ্টি না দেয়া হয় তাহলে সাধারণভাবে মানুষের ওপর সমস্যা ও অসুবিধা আরোপিত হয়, তবে তা জনকল্যাণের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক বিপর্যয় সৃষ্টির পর্যায়ে পড়ে না।[৩৪]

- ইমাম আল-গাযালী "আল-হাজিয়্যাত"-এর সংজ্ঞায় বলেন,

  لا ضرورة إليه لكنه محتاج إليه في اقتناء المصالح

  যে বিষয়াবলি মানব জীবনের জন্য অত্যাবশ্যকীয় নয়, বরং মানবজীবনের কল্যাণ অর্জনের জন্য যে বিষয়গুলোর প্রতি মানবসমাজ মুখাপেক্ষী।[৩৫]

- ইবনু আশূর প্রদত্ত সংজ্ঞা হলো,

  ما تحتاج إليه الأمة لاقتناء مصالحها وانتظام أمورها على وجه حسن، بحيث لولا مراعاته لما فسد النظام ولكنه يكون على حالة غير منتظمة فلذلك كان لا يبلغ مبلغ الضروري

৩৩. ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী, *প্রাগুক্ত*
৩৪. ইমাম আশ-শাতিবী, *আল-মুওয়াফাকাতু ফী উসূলিল ফিকহ*, তাহকীক : আব্দুল্লাহ দাররাজ, বৈরূত : দারুল মা'রিফাহ, খ. ২, পৃ. ১১
৩৫. ইমাম আল-গাজালী, *আল-মুসতাসফা*, প্রাগুক্ত

হাজিয়্যাত হচ্ছে ঐসকল বিষয়, উম্মাহ্‌র কল্যাণের এবং সুন্দরভাবে তার যাবতীয় কর্মকাণ্ড সম্পাদনের স্বার্থে যে বিষয়গুলোর প্রতি জনগণ মুখাপেক্ষী। যদিও এ বিষয়গুলো সংরক্ষণ না করা হলে সমগ্র ব্যবস্থাপনা ভেঙে পড়বে না, কিন্তু একটি অব্যবস্থাপনার অবস্থা সৃষ্টি হবে। এ জন্যই এটি যরূরিয়্যাতের পর্যায়ভুক্ত নয়।[৩৬]

- মুহাম্মাদ হাশিম কামালী বলেন,
  The hajiyyah are defined as benifits that seek to remove severity and hardship in cases where such severity and hardship do not pose a threat to the very survival of normal order.[37]

- ড. মুহাম্মাদ আব্দুল 'আতি মুহাম্মাদ 'আলী "হাজিয়্যাহ"-এর সংজ্ঞায় লিখেছেন,

  هي الأمور التي يكون الناس في مسيس الحاجة اليها ويقصد بتشريعها رفع الحرج ودفع المشقة عنهم واذا فقدت لا يختل نظام الحياة كما اذا فقد الضروري ولكن يناالهم الحرج والمشقة

  মাকাসিদুল হাজিয়্যাহ হচ্ছে ঐ সমস্ত বিষয় যেগুলোর প্রতি মানুষের প্রয়োজন রয়েছে এবং এর বাস্তবায়নের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের সমস্যা ও কষ্ট দূর করা, কিন্তু এ বিষয়াবলির অনুপস্থিতিতে মানব জীবনব্যবস্থা ভারসাম্যহীন হয়ে যায় না, যেমনটি হয় যরূরিয়্যাতের অনুপস্থিতিতে। তবে এতে মানুষ কষ্ট ও অসুবিধার সম্মুখীন হবে।[৩৮]

যরূরিয়্যাত ও হাজিয়্যাত-এর মাঝে আন্তঃসম্পর্ক

মাকাসিদুশ শরী'আহ্‌র যে তিনটি স্তর রয়েছে (যরূরিয়্যাত, হাজিয়্যাত ও তাহসিনিয়্যাত) সেগুলোর মধ্যে হাজিয়্যাতের সাথে যরূরিয়্যাতের সম্পর্কটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই দু'টি স্তরের মাঝে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হলে কোন্‌টি অগ্রাধিকার পাবে, তাও একটি দ্বান্দ্বিক বিষয়। ফকীহগণের মতে, যরূরিয়্যাত হাজিয়্যাতের মাঝে দ্বন্দ্ব দেখা দিলে হাজিয়্যাতের ওপর যরূরিয়্যাত অগ্রাধিকার পাবে। ইসলাম কোন কোন ক্ষেত্রে হাজিয়্যাতকে প্রায় যরূরিয়্যাতের মতই গুরুত্ব প্রদান করেছে। এমনকি হাজিয়্যাতের কোন কোন বিষয় নষ্ট হলে তার প্রতিকারে ইসলামী আইন "হদ্দ" (দণ্ডবিধি) বিধিবদ্ধ করেছে। যেমন: ব্যক্তির মানহানী ঘটায় এমন বিষয়াবলি। এ প্রসঙ্গেই বিংশ শতাব্দীর প্রখ্যাত মাকাসিদ বিশেষজ্ঞ ইবনু আশূর বলেন,

وعناية الشريعة بالحاجي تقرب من عنايتها بالضروري. ولذلك رتبت الحد على تفويت بعض أنواعه كحد القذف

৩৬. ইবনু আশুর, প্রাগুক্ত
৩৭. Mohammad Hashim Kamali, Higher Objectives of Islamic Law (Maqasid ash-Sharia) *http://islamicstudies.islammessage.com/ResearchPaper.aspx?aid=478; date of access : 19.12.15*
৩৮. ড. মুহাম্মাদ আব্দুল 'আতি মুহাম্মাদ 'আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯১

শরী'আহ্ হাজিয়াত্যের উপর যতটুকু গুরুত্ব দিয়েছে তা প্রায় যরুরিয়্যাতের কাছাকাছি। এজন্যই কিছু কিছু হাজিয়্যাত নষ্ট করার প্রেক্ষিতে শরী'আহ্ "হদ্দ" (দণ্ডবিধি) বিধিবদ্ধ করেছে। যেমন, কাযাফ তথা অপবাদের দণ্ড।[৩৯]

আল-হাজিয়্যাতের ক্ষেত্রে প্রয়োজন অত্যাবশ্যকীয় পর্যায়ে পড়ে না। সাধারণত এমন হবে না যে হাজিয়্যাতের অভাবে মানুষের স্বাভাবিক জীবন ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে যাবে, জীবন কল্যাণশূন্য হয়ে পড়বে। কিংবা অত্যাবশ্যকীয় বিষয়সমূহ বা তার কোন একটিকে নষ্ট করে দেবে। বরং হাজিয়্যাত এমন বিষয় যা অর্জিত না হলে মানব জীবন কষ্ট, অসুবিধা, সমস্যার সম্মুখীন হবে। তাদের ইবাদাত পালন কঠিন হয়ে যাবে, জীবনের সুনির্মলতার স্থানে কদর্যতা স্থান পাবে। কখন হাজিয়্যাতের অনুপস্থিতি যে কোন ভাবে যরূরিয়্যাত বা অত্যাবশ্যকীয় বিষয়াবলি ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবে।[৪০] এ জন্যই এই পূর্ণাঙ্গ শরী'আহ্ এসেছে, যাতে করে এর মাধ্যমে মানব জীবনের সকল কষ্ট, বাধা, বিপত্তি, কাঠিন্য দূরীভূত হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾

তিনি (আল্লাহ) দীনের ব্যাপারে তোমাদের ওপর কোন কঠোরতা আরোপ করেননি।[৪১]

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, ﴿ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ ﴾

আল্লাহ তোমাদেরকে কষ্ট দিতে চান না।[৪২]

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন, ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾

আল্লাহ তোমাদের জন্য যা সহজ তা চান এবং যা তোমাদের জন্য কষ্টকর তা চান না।[৪৩]

উপর্যুক্ত আয়াতসমূহ পর্যালোচনা করে বলা যায়, এই শরী'আতের ভিত্তি সহজতা আনয়ন, কষ্ট নিবারণ ও অসুবিধা দূরীকরণের ওপর প্রতিষ্ঠিত।[৪৪] এর ভিত্তিতেই ফকীহগণ ইসলামী আইনের মূলনীতি প্রণয়ন করেছেন,

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

কষ্ট ও দুর্দশা সহজ বিধানকে নিয়ে আসে।[৪৫]

৩৯. আত-তাহির ইবনু আশুর, *মাকাসিদুশ শরী'আহ্ আল-ইসলামিয়্যাহ, প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০৭
৪০. ড. মুহাম্মাদ সা'দ আল-ইউবী, *প্রাগুক্ত*
৪১. আল-কুরআন, ২২ : ৭৮
৪২. আল-কুরআন, ০৫ : ০৬
৪৩. আল-কুরআন, ০২ : ১৮৫
৪৪. বিস্তারিত দ্র. ড. সালিহ বিন আব্দুল্লাহ বিন হুমায়দ লিখিত রফউল হারজ ফীশ-শরী'আতিল ইসলামিয়্যাহ।
৪৫. ইমাম আস-সুয়ূতী, *আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ির ফী কাওয়াঈদি ওয়া ফুরু'ইল ফিকহিশ শাফিঈ*, বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪০৩ হি., পৃ. ৭

ইসলামী শরী'আহ-এর সকল ক্ষেত্রে যেমন, ইবাদাত, প্রথা (উর্‌ফ), মু'আমালাত, অপরাধ (দণ্ডবিধি) সকল ক্ষেত্রেই কষ্ট, কঠোরতা ও অসুবিধাকে দূর করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। নিম্নে কিছু উদাহরণ প্রদত্ত হলো:

ক. আকীদা ও ইবাদাতের ক্ষেত্রে হাজিয়্যাত

ইসলামের মূল বিষয় হলো আকীদা। আকীদার ক্ষেত্রে জরুরী কিছু বিষয় আছে যেগুলো জানা খুবই জরুরী। আবার কিছু হাজিয়্যাত বা প্রয়োজনীয় বিষয় আছে। কিছু পরিপূরক বিষয়ও আছে, যা সবার জানা জরুরী নয়। সেগুলো হল আকীদার ক্ষেত্রে তাহসীনী।

ইবাদাত পালনের ক্ষেত্রে অনেক সময় কষ্টের মুখোমুখী হতে হয়। তাই এই কষ্টকে কমাতে শরী'আত বেশ কিছু ছাড়ের ব্যবস্থা করেছে। যেমন, মুসাফিরের জন্য সালাত কসর/সংক্ষিপ্ত করার ছাড় দেয়া হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন,

﴿ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾

তোমরা যখন দেশ-বিদেশে সফর করবে তখন যদি তোমাদের আশঙ্কা হয় যে কাফিরগণ তোমাদের জন্য ফিতনা সৃষ্টি করবে, তবে সালাত সংক্ষিপ্ত করলে তোমাদের কোন দোষ নেই।[৪৬]

একইভাবে অসুস্থ ও সফরে থাকা অবস্থায় রমাযানের দিনের সিয়াম পালনে ছাড় দেয়া। আল্লাহ তা'আলা এ ছাড় প্রদান করে বলেন,

﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾

তোমাদের মধ্যে কেউ অসুস্থ হলে বা সফরে থাকলে অন্য সময় এই সংখ্যা পূরণ করে নিতে হবে।[৪৭]

খ. প্রথার ক্ষেত্রে হাজিয়্যাত

আল্লাহ তা'আলা ব্যক্তি জীবন থেকে কষ্ট বা অসুবিধা দূর করার জন্য অনেক খাদ্য, পানীয়, পোশাক, বাসস্থান, বাহন ইত্যাদি বৈধ করেছেন। তবে এর সবকিছুই হাজিয়্যাতের অন্তর্ভুক্ত নয়। খাদ্য, পানীয় ইত্যাদি প্রধানত তিনটি স্তরের হয় :

১. যা না হলেই নয়, সেগুলো যরুরিয়্যাত ;
২. এমন কোন বিষয় যা বর্জন করলে অসুবিধায় পড়তে হয়, সেগুলো হাজিয়্যাত ;
৩. এমন বিষয় যা বর্জন করলে অসুবিধায় পড়তে হয় না, সেগুলো তাহসিনিয়্যাত।[৪৮]

৪৬. আল-কুরআন, ০৪ : ১০১
৪৭. আল-কুরআন, ০২ : ১৮৪
৪৮. ড. মুহাম্মাদ সা'দ আল-ইউবী, *প্রাগুক্ত*

প্রখ্যাত মাকাসিদ বিশেষজ্ঞ আল-'ইয্ ইবনু 'আবদুস সালাম এ প্রসঙ্গে বলেন,

فَالضَّرُورَاتُ : كَالْمَآكِلِ وَالْمَشَارِبِ وَالْمَلابِسِ وَالْمَسَاكِنِ وَالْمَنَاكِحِ وَالْمَرَاكِبِ الْجَوَالِبِ لِلأَقْوَاتِ وَغَيْرِهَا مِمَّا تَمَسُّ إِلَيْهِ الضَّرُورَاتُ ، وَأَقَلُّ الْمُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ ضَرُورِيٌّ ، وَمَا كَانَ فِي ذَلِكَ فِي أَعْلا الْمَرَاتِبِ كَالْمَآكِلِ الطَّيِّبَاتِ وَالْمَلابِسِ النَّاعِمَاتِ ، وَالْغُرَفِ الْعَالِيَاتِ ، وَالْقُصُورِ الْوَاسِعَاتِ ، وَالْمَرَاكِبِ النَّفِيسَاتِ وَنِكَاحِ الْحَسْنَاوَاتِ ، وَالسَّرَارِي الْفَائِقَاتِ ، فَهُوَ مِنَ التَّتِمَّاتِ وَالتَّكْمِلاتِ ، وَمَا تَوَسَّطَ بَيْنَهُمَا فَهُوَ مِنَ الْحَاجَاتِ .

খাদ্য, পানীয়, পোশাক-পরিচ্ছদ, ঘর-বাড়ি, বিবাহ-শাদী, খাদ্য আমদানিকারক যানবাহন ইত্যাদির যতটুকু না হলে জীবন চলে না ন্যূনতম ততটুকু যরুরিয়্যাতের অন্তর্ভুক্ত। এসব বিষয়ের মধ্যে সর্বোচ্চ মানের জিনিস যেমন পবিত্র খাদ্য, মসৃণ পোশাক, সুউচ্চ কক্ষ, প্রশস্ত অট্টালিকা, মূল্যবান গাড়ি, সুন্দরী নারী বিবাহ করা, উৎকৃষ্ট দাসী, এসব হলো সম্পূরক বিষয়াবলির অন্তর্ভুক্ত (অন্য ভাষায় তাহসিনিয়্যাত-এর অন্তর্ভুক্ত)। এই দুই প্রকারের মধ্যবর্তী যা কিছু তাই হাজিয়্যাত।[৪৯]

প্রথার ক্ষেত্রে হাজিয়্যাতের উপস্থিতি যে সকল বিষয়ে পাওয়া যায় সেগুলোর মধ্যে খাদ্য-পানীয় অন্যতম। যেসব খাদ্য ও পানীয় শরীরের জন্য ক্ষতিকারক সেসব দ্রব্যাদি শরী'আহ্ হারাম ঘোষণা করেছে। যেমন: শূকরের গোশত, মৃত প্রাণী ও রক্ত ইত্যাদি। এসব ক্ষতিকারক পানীয় ও খাদ্যদ্রব্য হারাম ঘোষণা করে আল্লাহ বলেছেন,

﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾

তিনি তোমাদের ওপর হারাম করেছেন মৃত জীব, রক্ত, শূকরের মাংস এবং সেসব জীব-জন্তু, যা আল্লাহ্ ব্যতীত অপর কারো নামে উৎসর্গ করা হয়। অবশ্য যে লোক অনন্যোপায় হয়ে পড়ে এবং না ফরমানী ও সীমালঙ্ঘনকারী না হয়, তার জন্য কোন পাপ নেই। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, অত্যন্ত দয়ালু।[৫০]

এসব পানীয় ও খাদ্যদ্রব্যের ক্ষতি ও অপকারিতা বৈজ্ঞানিকভাবে ল্যাবরেটরি টেস্টে প্রমাণিত। প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে এসব দ্রব্যের অপকারিতা সম্পর্কে আল্লাহ কুরআনে বলে দিয়েছেন এজন্যই যে, এগুলো মানবদেহের জন্য ক্ষতিকারক। আর শরী'আহ্র অন্যতম লক্ষ্যই হচ্ছে ব্যক্তির জীবনের সুরক্ষা নিশ্চিত করা। যে খাদ্য ও পানীয় দেহ বা মনের জন্য অনিষ্টকর সেগুলো হারাম বা নিষিদ্ধ করে ইসলামী শরী'আহ্ এর লক্ষ্য অর্জনের পক্ষেই কাজ করেছে।

৪৯. আল-'ইয্ ইবনু 'আবদুস সালাম, *কাওয়া'ঈদুল আহকাম ফী মাসালিহিল আনাম,* বৈরূত : দারুল মা'আরিফ, তা. বি., খ. ২, পৃ. ৬৯

৫০. আল-কুরআন, ০২ : ১৭৩; আরো দেখুন, আল-কুরআন, ০৫ : ০৩, ১৬ : ১১৫

মানবজীবন সুরক্ষার জন্য একদিকে যেমন কিছু ক্ষতিকারক খাদ্য ও পানীয়কে ইসলামী শরী'আহ্ হারাম করেছে, তেমনি মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর নয় বরং উপকারী এমন বহু খাদ্য ও পানীয়কে বৈধ ঘোষণা করেছে। যেমন: পবিত্র যে কোন খাদ্য ও পানীয়, শিকার করা প্রাণি ইত্যাদি। মানবদেহের সুরক্ষার জন্য যেগুলো খুবই প্রয়োজন।

এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾

হে ঈমানদারগণ, তোমরা পবিত্র বস্তুসামগ্রী আহার কর, যেগুলো আমি তোমাদের রুযি হিসেবে দান করেছি এবং শুকরিয়া আদায় কর আল্লাহ্র, যদি তোমরা তাঁরই বন্দেগী কর।[৫১]

খাদ্য ও পানীয় ছাড়াও মানবজীবনকে সুরক্ষার জন্য আরো যেসব জিনিস প্রয়োজন, যেমন: পোশাক, বাসস্থান, চলাচলের বাহন ইত্যাদির ব্যবস্থা করাও হাজিয়্যাতের অন্তর্ভুক্ত। পোশাক পরিধানের ব্যাপারে আল্লাহ বলেন,

﴿ يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ﴾

হে বনী আদম, আমি তোমাদের জন্যে পোশাক অবতীর্ণ করেছি, যা তোমাদের লজ্জাস্থান আবৃত করে এবং অবতীর্ণ করেছি সাজসজ্জার বস্ত্র এবং পরহেযগারীর পোশাক, এটি সর্বোত্তম। এটি আল্লাহ্র কুদরতের অন্যতম নিদর্শন, যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে।[৫২]

বাসস্থানের নিশ্চয়তা প্রদান[৫৩] করে আল্লাহ বলেন,

﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ﴾

আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য তোমাদের ঘরগুলোকে শান্তির আবাস বানিয়েছেন এবং তিনিই তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তুর চামড়া দ্বারা (তাঁবুর হালকা) ঘর বানাবার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, যাতে তোমরা সফরকালে তা সহজভাবে (বহন করে) নিতে পারো, আবার কোথাও অবস্থানকালেও (তা ব্যবহার করতে পারো)। ভেড়ার পশম, উটের কেশ ও ছাগলের লোম থেকে একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য তোমাদের (ঘর ও অন্যান্য ক্ষেত্রে) ব্যবহারের (উপযোগী) অনেক

৫১. আল-কুরআন, ০২ : ১৭২; আরো দেখুন, আল-কুরআন, ০২ : ৫৭, ০৭ : ১৬০, ২০ : ৮১

৫২. আল-কুরআন, ০২ : ১৭২

৫৩. এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে দেখুন, ড. আহমদ আলী, *ইসলামের আলোকে বাসস্থানের অধিকার ও নিরাপত্তা,* ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার, ২০১৪

আসবাবপত্র ও সামগ্রী (যেমন বিছানাপত্র, চাদর ও পরিধেয় বস্ত্র প্রভৃতি) বানাবার ব্যবস্থাও তিনি করে দিয়েছেন।[৫৪]

চলাচলের বাহন হিসেবে পশুকে ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করে আল্লাহ বলেন,

﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾

আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন, যাতে কোন কোনটিকে বাহন হিসেবে ব্যবহার কর এবং কোন কোনটিকে ভক্ষণ কর।[৫৫]

এ রকমের বহু বিষয়কে ইসলাম যরুরিয়্যাতের অন্তর্ভুক্ত না করলেও হাজিয়্যাতের অন্তর্ভুক্ত করেছে। যার অনুপস্থিতিতে জীবন হয়তো ধ্বংস হয়ে যাবে না; কিন্তু স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হবে সুনিশ্চিত। তাই ইসলামী শরী'আহ্তে হাজিয়্যাতেরও যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে।

গ. মু'আমালাতের ক্ষেত্রে হাজিয়্যাত

মানবজীবনে পারস্পরিক লেনদেন, আচার-আচরণ ইত্যাদির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। অনেক ক্ষেত্রে মু'আমালাতের ওপর ভিত্তি করে মানবজীবন সচল ও স্থিতিশীল থাকে। এ জন্যেই আল্লাহ তা'আলা মানবজাতির কল্যাণ বা উপকার অর্জনের জন্য মু'আমালাতের বিধান জারি করেছেন। কোন কোন বিষয় বা লেনদেন পদ্ধতি শরী'আত হাজিয়্যাতের ভিত্তিতে বৈধ করেছে, যেগুলো নীতিগতভাবে শরী'আতে বৈধ হবার কথা নয়। যেমন, ইজারা, বায় সালাম, মুদারাবা, মুসাকাত ইত্যাদি।[৫৬] এগুলো বৈধ না করা হলে এর থেকেও বড় সমস্যার মুখোমুখী হতে হতো।

যেসব ব্যবসায় পদ্ধতি নীতিগতভাবে শরী'আতে বৈধ নয়; কিন্তু মাকাসিদের আলোকে বৈধতা ঘোষণা করা হয়েছে এমন ব্যবসার মধ্যে অন্যতম হলো বায় সালাম, ইজারা ইত্যাদি। নিম্নে বায় সালাম ও ইজারা কেন মৌলিকভাবে অবৈধ এবং কিভাবে মাকাসিদুশ শরী'আহর আলোকে সেগুলো বৈধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে তা আলোচনা করা হলো।

১. বায় সালাম

বায় সালাম বলতে সাধারণত ভবিষ্যতে নির্ধারিত কোন সময়ে সরবারহের শর্তে এবং তাৎক্ষণিক সম্মত মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে নির্দিষ্ট পরিমাণ শরী'আহ্ অনুমোদিত পণ্য সামগ্রীর অগ্রীম ক্রয়-বিক্রয়কে বুঝায়।[৫৭] বিশিষ্ট হানাফী ফাকীহ 'আলাউদ্দীন আল-

৫৪. আল-কুরআন, ১৬ : ৮০
৫৫. আল-কুরআন, ৪০ : ৭৯; আরো দেখুন, আল-কুরআন, ২৩ : ২১-২২
৫৬. ড. মুহাম্মাদ সা'দ আল-ইউবী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২১-৩২৩
৫৭. আবদুর রকীব ও শেখ মোহাম্মদ, *ইসলামী ব্যাংকিং : তত্ত্ব, প্রয়োগ ও পদ্ধতি*, ঢাকা : আল-আমীন প্রকাশন, ২০০৪, পৃ. ৬০

কাসানী (মৃ. ৫৮৭) রহ. বায় সালাম যে মূলত বৈধ ব্যবসা পদ্ধতি নয়, এটি মানুষের প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে বৈধ করা হয়েছে সে প্রসঙ্গে লিখেছেন,

الْقِيَاسَ أَنْ لا يَنْعَقِدَ أَصْلا ، لأَنَّهُ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَ الإِنْسَانِ

কিয়াস মতে মূলত বায় সালাম বৈধভাবে সংঘটিত হয় না। কারণ, এতে মানুষের কাছে বিদ্যমান নেই এমন পণ্য বিক্রি করা হয়।[৫৮]

কিন্তু এই পদ্ধতির ব্যবসার প্রতি মানুষের প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে এটি বৈধ করা হয়েছে।[৫৯] এই ব্যবসা পদ্ধতিটি কেন বৈধ করা হয়েছে সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা ফিক্হ গ্রন্থগুলোতে করা হয়েছে। বিশেষ করে বিখ্যাত ফকীহ ইবনু কুদামা রহ. তার "আল-মুগনী" এবং আর-রামলী তাঁর "নিহায়াতুল মুহতাজ" গ্রন্থদ্বয়ে যে কারণটি উল্লেখ করেছেন তার মূল কথা হলো, যেহেতু সালাম পদ্ধতির ক্রয়-বিক্রয়ের প্রতি মানুষের প্রয়োজনে রয়েছে এবং পণ্য উৎপাদনকারীরা উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্র ও আনুষঙ্গিক উপাদান ক্রয়ের জন্য অর্থের মুখোমুখি। উৎপাদনে যাওয়ার পূর্বেই প্রয়োজনীয় অর্থের যোগানও এর মাধ্যমে মেটানো সম্ভব। অপরদিকে ক্রেতাও স্বল্প মূল্যে কাঙ্ক্ষিত পণ্যটি ক্রয় করতে পারে।[৬০] এ পদ্ধতিতে উৎপাদনকারী এবং অর্থ যোগানদাতা উভয়েই যেহেতু উপকৃত হন, কেউই ক্ষতিগ্রস্ত হন না সেহেতু চুক্তি সম্পাদনের সময় পণ্য বিদ্যমান না থাকলেও এ পদ্ধতিতে ক্রয়-বিক্রয় বৈধ বলে শরী'আহ্ ঘোষণা করেছে।[৬১]

২. ইজারা

ইজারাও মানবসমাজে ব্যাপকভাবে অনুশীলিত একটি ব্যবসা পদ্ধতি। ইজারা এমন এক ধরনের চুক্তি যেখানে ভাড়াদাতা ও ভাড়াগ্রহীতা- দুটি পক্ষ থাকে। এ পদ্ধতিতে ভাড়া গ্রহীতা সুনির্দিষ্ট প্রতিদান বা ভাড়া প্রদানপূর্বক ভাড়াদাতার মালিকানাধীন সম্পদ থেকে সেবা/সুবিধা ভোগ করে। অর্থাৎ এটি একটি ভাড়া চুক্তি যেখানে ভাড়াদাতার মালিকানাধীন কোন নির্দিষ্ট সম্পদ স্থিরকৃত মেয়াদে নির্ধারিত ভাড়ায় গ্রহীতার নিকট ভাড়া দেয়া হয়।[৬২] যেমন: ঘর, বিল্ডিং, জমি বা কোন যন্ত্রপাতি ইত্যাদি নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে কাউকে ভোগ করতে দেয়া।

৫৮. আলাউদ্দীন আবু বাকর আল-কাসানী, *বাদাইউস সানাঈ' ফী তারতীবিশ শারাঈ'*, বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ্, ১৪০৬ হি., খ. ১২, পৃ. ২০১
৫৯. ড. মুহাম্মাদ সা'দ আল-ইউবী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২১
৬০. ইবনু কুদামা, *আল-মুগনী*, খ. ৪, পৃ. ৩৩৮; আর-রামলী, *নিহায়াতুল মুহতাজ ইলা শারহিল মিনহাজ*, মিসর : মাতবাআতু মুসতাফা আল-বাবী আল-হালাবী, ১৩৮৬ হি., খ. ৪, পৃ. ১৮২
৬১. ড. মুহাম্মাদ সা'দ আল-ইউবী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২১-২২
৬২. আবদুর রকীব ও শেখ মোহাম্মদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৮

এই ব্যবসায় পদ্ধতিতে যে বিষয়টির লেনদেন হয় তা হলো "উপকারিতা বা সুবিধা"। যেটি চুক্তি সম্পাদনের সময় বিদ্যমান থাকে না। আর শরী'আহ্তে কোন বৈধ চুক্তির শর্ত হলো, যে পণ্যের চুক্তি করা হচ্ছে তা বিদ্যমান থাকতে হবে। যে বস্তু বা পণ্য ক্রয়-বিক্রয় সংঘটিত হওয়ার সময় বিদ্যমান থাকে না তা বিক্রি করা শরী'আহ্র দৃষ্টিতে বৈধ নয়। কারণ হাকিম ইবনু হিযাম রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন,

لاَ تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

যা তোমার নিকট নেই তা তুমি বিক্রি কর না।[৬৩]

অথচ বাস্তবতা হচ্ছে এর প্রতি মানুষ খুবই মুখাপেক্ষী। কারণ মানুষের বসবাসের জন্য বাড়িঘর কিংবা প্রয়োজনীয় অন্যান্য সামগ্রী সবসময় সবার পক্ষে ক্রয় করে ভোগ করা সম্ভব নয়, আবার এমনও কেউ নেই যে, কোন বিনিময় ছাড়াই তাকে বাড়িঘর বা ব্যয়বহুল সামগ্রী ব্যবহার করতে দেবে বা দান করে দেবে। তাই শরী'আহ্ প্রণেতা মানব প্রয়োজনকে বিবেচনা করে ইজারাকে বৈধ ঘোষণা করেছে।[৬৪] এগুলো ছাড়াও ইসলামী শরী'আহ্ মাকাসিদের আলোকে কিরায (মুদারাবা), মুসাকাতসহ বেশকিছু ব্যবসায় পদ্ধতি বৈধ ঘোষণা করেছে।[৬৫] একদিকে যেমন মানব-প্রয়োজন বিবেচনা করে নীতিগতভাবে কিছু অবৈধ ব্যবসায় পদ্ধতিকে বৈধ করেছে, অপরদিকে শরী'আহ্ সুদ, প্রতারণা, তাদলীস, মজুতদারী, অপচয় ও কৃপণতা করা ইত্যাদিকে হারাম ঘোষণা করেছে। যেমন: সুদকে হারাম ঘোষণা করে আল্লাহ বলেন,

﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾

এবং আল্লাহ তা'আলা ব্যবসায়কে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন।[৬৬]

প্রতারণা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে রাসূলুল্লাহ্ স. বলেছেন,

وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

যে আমাদের সাথে প্রতারণা করে সে আমাদের দলভুক্ত নয়।[৬৭]

মজুতদারী হারাম ঘোষণা করে রাসূলুল্লাহ স. বলেন,

مَنِ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ

৬৩. ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, অধ্যায় : আল-ইজারাহ, পরিচ্ছেদ : ফির-রাজুলি মা-লাইসা ইনদাহু, বৈরূত : দারুল কিতাবিল আরাবী, তা.বি., হাদীস নং- ৩৫০৫; মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী হাদীসটির সনদ সহীহ বলেছেন।

৬৪. ড. মুহাম্মাদ সা'দ আল-ইউবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২১

৬৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২২-২৩

৬৬. আল-কুরআন, ০২ : ২৭৫

৬৭. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-ঈমান, অনুচ্ছেদ : কওলুন-নাবিয়্যি : মান গাশ্শানা ফালইসা মিন্না, *প্রাগুক্ত*, খ. ৫, পৃ. ৫৬, হাদীস নং-২৯৪

পণ্যদ্রব্য আটক করে অধিক মূল্যে বিক্রয়কারী অবশ্যই পাপী।[৬৮]

খরচের ক্ষেত্রে অপব্যয়কে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾

এবং অপব্যয় করো না। নিশ্চয় তিনি (আল্লাহ) অপব্যয়ীদের পছন্দ করেন না।[৬৯]

এভাবেই ইসলামী শরী'আহ্ মানবজীবন থেকে সকল সংকট দূর করে সহজতা আনয়নের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

ঘ. অপরাধ বা দণ্ডবিধির ক্ষেত্রে হাজিয়্যাত

ইসলামী শরী'আহ্ দণ্ডবিধির ক্ষেত্রেও কষ্ট বা অসুবিধা দূর করেছে এবং মানুষের প্রয়োজন পূর্ণ করেছে। যেমন, ভুলক্রমে হত্যার দিয়াতের দায় হত্যাকারীর আকিলার ওপর আরোপ করা হয়েছে। ঐ ব্যক্তির ওপর এই ছাড় দেয়ার উদ্দেশ্য হলো যেহেতু সে ইচ্ছে করে হত্যা করেনি, সেহেতু তার একারই যদি দিয়াত পুরোটা দিতে হতো, তাহলে তা তার জন্য কঠিন হতো। তাই শরী'আত তাকে ছাড় দিয়েছে।[৭০]

উপসংহার

মানব জীবনকে সুন্দর ও সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনার জন্যই শরী'আত। ইসলামী শরী'আহ্ মানবজীবনের কষ্ট ও অসুবিধা দূর করে সুখ, সমৃদ্ধি ও শান্তি আনয়নের উদ্দেশ্যে প্রণীত হয়েছে। মহান আল্লাহ তাই দীনকে সহজে পালনযোগ্য করেছেন। বর্তমান আলোচনায় প্রমাণিত হয়েছে যে, ইসলামী শরী'আত চায় সকল মানুষ যেন দীনকে সহজে মানতে পারে। তাই শরী'আত প্রণেতা প্রায় সকল ক্ষেত্রে ছাড়ের ব্যবস্থা রেখেছেন। মানুষের অত্যাবশ্যকীয় বিষয়াবলি ও সৌন্দর্যবর্ধক বিষয়াবলির মধ্যবর্তী প্রয়োজনীয় বিষয়াবলি মানবজীবনকে আরো সহজ করে দেয়। যার ভিত্তিতে মানুষ কেয়ামত পর্যন্ত ইসলামের আলোকে সকল সমস্যার সমাধান দিতে পারবে।

৬৮. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-মুসাকাহ, অনুচ্ছেদ : তাহরীমুল ইহতিকার ফিল-আকওয়াত, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৫৬, হাদীস নং-৪২০৬

৬৯. আল-কুরআন, ০৬ : ১৪১; আরো দেখুন, আল-কুরআন, ০৭ : ৩১

৭০. ড. মুহাম্মাদ সা'দ আল-ইউবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৩-৩২৪